টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

বেতন মকুবের প্রশ্ন নিয়ে

শিক্ষামন্ত্রী-প্রধান শিক্ষক বৈঠক

বেতন মকুবের কোন উপায় নাই

সাগরদীঘি, ১লা ডিসেম্বর—সাগরদীঘি উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় গত ২৮শে নভেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বর্ত্তমান খরা পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন মকুবের প্রশ্ন নিয়ে পুরো দেড় ঘণ্টা এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। শ্রীমুখার্জ্জী সাগরদীঘি এবং নবগ্রাম থানা এলাকার বর্ত্তমান ভয়াবহ খরা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর সাফ জবাব, 'কোন উপায় নাই'। রাজ্যের শিক্ষাখাতে যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তার থেকে এক কানা-কড়িও দেওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্র টাকা না দিলে এক বৎসর তো দূরের কথা এক মাসের বেতন মকুবও সম্ভব নয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেন যে সাগরদীঘি এবং নবগ্রাম থানার বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক এবং উন্নয়ন সংস্থাধিকারিকদের বেতন মকুবের জন্য আবেদন-পত্র পেয়েছেন। তিনি বলেন, "কি করবো বলুন? আমরা সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছি। আমাদের যা বাজেট হয়েছে তা থেকে এক মাসের বেতনের টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য জি, আর ও টি, আর প্রভৃতি বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে—এ ছাড়া ত্রাণের আর কোন উপায় নাই।"

ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার এবং এম, এল, এ শ্রীনৃসিংহ মণ্ডল। শ্রীমুখার্জ্জী বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকার কথা জানালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, সে বিচার জনসাধারণ করবেন। এই বৈঠকের আগে শ্রীমুখার্জ্জী বহরমপুরে কৃষিমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। ২৮শে নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে থাকায় প্রধান শিক্ষক তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন নি। এদিকে স্থগিত বাৎসরিক পরীক্ষা আগামী ৮ই ডিসেম্বর থেকে পুনরায় গ্রহণ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

এম, এল, এ বনাম ডেপুটি এ, আই

জঙ্গিপুর সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক শ্রীরাধাকান্ত নন্দী মহাশয় গত ২৮শে নভেম্বর কাঁটাখালি পুঠিয়া প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শন করে স্কুলের খাতাপত্রে গণ্ডগোল দেখে শিক্ষক হাজিরা-খাতা 'সীজ' করে নিয়ে আসেন।

পরদিন ২৯শে নভেম্বর সকালের দিকে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীহাবিবুর রহমান, এম, এল, এ এবং উক্ত স্কুল পরিদর্শক মহাশয় উভয়েই রঘুনাথগঞ্জ থানায় দু'রকমের দু'টি ডায়েরী করেন।

হঠাৎ ২৯শে নভেম্বর দুপুর হতে সারা শহরে জোর গুজব যে বালিঘাটাস্থিত স্কুল পরিদর্শকের অফিস হতে অফিস চলাকালীন কাঁটাখালি পুঠিয়া প্রাইমারী স্কুলের 'সীজ' করা খাতা ছিনতাই হয়েছে।

পরদিন ৩০শে নভেম্বর উভয় পক্ষের মধ্যে নাকি মিটমাট হয়েছে বলে প্রকাশ।

জঙ্গিপুর হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব?

জেলা যুব কংগ্রেস সম্পাদকের আবেদন
নার্সদের লিখিত অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা ডিসেম্বর—গত ২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতালে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে এক সভা ডাকা হয়। সেই সভায় সি, এম, ও, এইচ স্থানীয় এম, এল, এ ও শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে জনগণের পক্ষ থেকে হাসপাতালে ষ্টাফদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়ে ব্লক কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল সি, এম, ও, এইচ-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনা কালে জেলা যুব কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স ও ষ্টাফদের মধ্যে দিনের পর দিন ঝগড়া ও গণ্ডগোলের ফলে সাধারণ রোগীরা যে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ 'চোখের নজর কম হলে' ॥

রঘুনাথগঞ্জ শহরে জঙ্গিপুর মহকুমা সদরের যাবতীয় কার্যালয় অবস্থিত। এখানকার সহিত বাহিরের যথা—জঙ্গিপুর রোড রেলষ্টেশনের, পশ্চিম-বঙ্গের অন্য সমস্ত জেলার এবং সমগ্র ভারতের স্থলপথে সহজ যোগসূত্র রক্ষা করিতেছে ছোট একটি নদীর উপর নির্মিত ছোট একটি সেতু। এই সেতু খড়খড়ির ব্রীজ বলিয়া এতদঞ্চলে পরিচিত।

মৃতা ভাগীরথী দিয়া নৌ-বাহিত বাণিজ্য আর চলে না। মাল পরিবহণ ব্যাপারে বর্তমানে লরী-ট্রাক রেলপথের গুরুত্ব কিছুটা খর্ব করিয়াছে। এখানকার ব্যবসায়ীগণ ট্রাকযোগে অধিকাংশ মাল-পত্র বাহির হইতে আমদানী করেন। অবশ্য উন্নত সড়কব্যবস্থায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। শুধু অন্যত্র যাতায়াতই নয়, এখানকার দৈনন্দিন হাট-বাজারের নানা পণ্যসামগ্রী আমদানী, সরকারী-বেসরকারী অফিসের কাজ, স্কুল-কলেজে যোগদান প্রভৃতি কারণে প্রতিদিন বহু বাস-ট্রাক-রিকসা-গরুগাড়ী-সাইকেল-পদচারীর একান্ত অপরিহার্য এই সেতু পথ; এক কথায় মহকুমার সদরশহর-জীবনকে সচল রাখিতে ইহার দায়িত্ব অনেকখানি।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'খড়খড়ি নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। জঙ্গিপুর-বাসীগণের জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন যাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে.....।' সংবাদ হইতে এই সেতুর জন্মসময় পাওয়া যায়। ইহা নির্মিত হওয়ার পূর্বে নৌকাযোগে খড়খড়ি নদী পার হইয়া যাওয়া-আসা ও মালপত্র আমদানী-রপ্তানী করিতে হইত। ইহা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ছিল, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। খড়খড়ির ব্রীজ একধারে যেমন পথকে সুগম করিয়াছে, অন্যদিকে সময়কে অনেক সংক্ষিপ্ত করিয়াছে।

কিন্তু সেতুটির স্বল্পপরিসরতা খুবই অসুবিধার কারণ হইয়াছে। পাশাপাশি দুইটি রিকশা কিংবা গরুর গাড়ী যাইতে পারে না। ফলে যত জরুরী প্রয়োজনই থাক, সেতুর উপর কোন গাড়ী থাকিলে বাস-ট্রাক প্রভৃতিকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। তাই আজ গতির দিনে যখন যতির একান্ত অভাব, তখন এই সেতুর পরিসর বাড়ান কতখানি প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়। জেলা বোর্ড কিংবা সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি কেন যে দিনের পর দিন উপেক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তাহা সাধারণ মানুষ বুঝিতে অপারগ। এম, পি, এম, এল, এ গণও কি চোখ বুঁজিয়া আছেন?

॥ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ॥

'মারী' শব্দের অর্থ মড়ক—কোন রোগবীজের সংক্রমণে ব্যাপক জীবনাশ। মারী আসে গাছপালা, নানা জীবজন্তু ও মানুষের। সব সময়ে আসে না এই যা রক্ষা। 'সু' অর্থে ভাল আর মারী অর্থে মড়ক। অতএব জোর করে শব্দদুটিকে জোড়াতালি দিলে 'সুমারী'-র অর্থটা দাঁড়ায় 'ভাল রকমের মড়ক'। কিন্তু 'সুমারী'র প্রচলিত অর্থ তা নয়; এটি কুলীন বঙ্গজও নয়। দেশের লোক গণনাকে 'আদমসুমারী' বলা হয়। আজকাল 'আদম'-কে বাদ দিয়ে আর কোন জীবজন্তুর নাম যোগ করে 'সুমারী' লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মোগলযুগে কাক-সুমারীর কথা গল্পে আছে। এ যুগে 'হনুমান-সুমারী' না হলেও ভারতীয় সংসদে একবার কথা উঠেছিল অনেককাল আগে।

ভয়াল-সুন্দর ব্যাঘ্রপুঙ্গব জাতীয় পশু বলে পাঙ্‌ক্তেয় হল। রাজ্যসরকারের কাজও বেড়ে গেছে। কেন না, বাঘ বাংলার গৌরব। বাঙ্গালীর বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির গৌরব ক্রম-অস্তমিত হচ্ছে। বাঘকে তাই সে আঁকড়ে ধরেছে। বাঘ সুমারীর প্রয়োজন হয়েছে। সরকারী নির্দেশে মোটামুটি ভাবে বাঘগণনা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গে বকসা ডিভিশনে ১৭টি, জলপাইগুড়িতে ৬টি, কোচবিহারে ৭টি, কালিম্পঙে ২টি, বৈকুণ্ঠপুরে ৭টি, কারশিয়াংএ ২টি এবং সুন্দরবনে ২৭টি—একুনে ৭৩টি বাঘ আছে। প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ নয় বলে সংবাদ।

বাঘ গোণার কাজ খুব হৃদ্য নয়। তবে রাজ্যের বিরাট বেকার সমস্যার খানিকটা সমাধান এতে হতে পারে। দলে দলে বেকারদের জঙ্গলে জঙ্গলে পাঠান হল। কাজে নামলেন তাঁরা। তাঁরা নিজেদের প্রাণ বেকার সম্প্রদান না করতে পারেন, অথবা করতেও হতে পারে। আসলে সমস্যার আংশিক সমাধান ত হল!

'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি' —কবির কথা আজ কত সত্য!

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির আদায় বিভাগ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির গত বৎসরের আদায় অত্যন্ত সন্তোষজনক প্রায় শতকরা নিরানব্বই আদায় হইয়াছে। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান ও আদায় বিভাগে প্রধান কর্ম্মচারী বাবু হিমাংশুশেখর রায় মহাশয়ের কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রশংসনীয়। মিউনিসিপালিটির পাওনা-গণ্ডা বেশ আদায় হইয়াছে। এই প্রকার করদাতাগণের প্রাপ্য সুবিধাটুকু আদায় দিলে আমরা আরও সন্তোষলাভ করিব। পায়খানাগুলির প্রতি একটু নেক নজর ও সদর রাস্তাগুলির একটু সংস্কার হইলে ভাল হয়। দুই একটি গলিরাস্তা বেশ সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু অনেক সদর রাস্তা কর্দ্দমময়। ব্যক্তি বিশেষের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাধারণের সুবিধার প্রতি অগ্রে মনোযোগ দিলে ভাল হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের দয়া

মণিপুরের ভূতপূর্ব রাজা কুলচন্দ্র ধ্বজসিংহ হাজারিবাগের জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় গত ২২ বৎসর কাল অবস্থিত করিতেছিলেন। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জীবনের বাকী সময় বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ধামে অতিবাহিত করিবার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। কারারুদ্ধ হিন্দুরাজার প্রতি বৃদ্ধবয়সে তীর্থস্থানে বাসের ব্যবস্থা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট হিন্দুগণের আন্তরিক ভক্তির পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

॥ জঙ্গিপুর সংবাদ ॥ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

॥ চিঠি-পত্র ॥

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

[রাজনৈতিক কর্মী—তিনদশকের ব্যবধান প্রসঙ্গে]

গত ২২শে নভেম্বরের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় শ্রীবরুণ রায়ের লেখা 'রাজনৈতিক কর্মী তিনদশকের ব্যবধানে' শীর্ষক রচনা পাঠ করে খুব ভালো লেগেছে। কারণ এই লেখা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুব কর্মীদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষামূলক হবে বলে মনে করি। যদিও দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের যে মূল্যায়ন বরুণ বাবু করেছেন তা পুরাপুরি আমি সমর্থন করতে পারছি না। তবুও দলীয় শৃঙ্খলার ভয়ে বহু সৎকর্মী মনের যে সব কথা বলতে পারে না তার অনেকটা প্রকাশ করায় লেখককে আমি ধন্যবাদ জানাই।

একথা ঠিকই যে যুব ছাত্র সমাজের বিশেষতঃ রাজনৈতিক কর্মীদের আচরণ তথা নৈতিক মানের দারুণ অবনতি ঘটেছে। স্বাধীনতার পর বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে সামগ্রিকভাবে সমাজের গোটা চরিত্র আজ বিপর্য্যস্ত। শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভদ্রতা তথা নৈতিক অনুশাসন আজ লুপ্তপ্রায়। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনা আজ রাজনৈতিক কর্মীদের আত্মম্ভরিতার যূপকাষ্ঠে বন্দী। মিথ্যা, শঠতা, চালবাজী এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থই এখন রাজনৈতিক বাজারকে প্রভাবিত করে চলছে। এ সবই দলের স্বার্থে (আপাততঃ দেশের নয়ই) কৌশল হিসাবে নেতারা অনুমোদন করছেন,—এমন কি সমাজ বিরোধীদের প্রশ্রয়দান পর্যন্ত। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মীর কাছে কৌশলই মুখ্য, নীতি বা আদর্শ গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন বরুণ বাবুর রচনায় দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা বলে যা মনে হয়েছে সে বিষয়ে ২।১টি কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে দেশের তথা দুনিয়ার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মূলকথা এবং পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাদির অনুল্লেখ—যা প্রবন্ধটিকে আরও বলিষ্ঠ এবং ইতিবাচক করতে পারতো। সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপক অধঃপতনের কার্য্যকারণ তথা নিয়ামক শক্তির বিষয়ে ভাসা ভাসা না বলে আরও স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। যেমন শোষক শ্রেণীর দলগুলি (পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক—মুখে যাই বলুক) পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিকে নীতি হিসাবেই গ্রহণ করে থাকে—গরীব মানুষের প্রতি করুণা বর্ষণ করে ; আর সাম্যবাদের সমর্থক দলগুলি ওটাকে সাময়িক কৌশল হিসাবেই গ্রহণ করে থাকে—শোষণ মুক্তির সংগ্রামের পাথেয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে শাসকবর্গ রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে (ওদের মুখে গণতন্ত্র বা সমাজবাদের কথা ধাপ্পা মাত্র) তাই বেকারী, দুস্থতা ও ধনবৈষম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং দেশের আর্থিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। আর অর্থ-নৈতিক অবনতি থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অধঃপতন এর জন্ম। সমাজবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে সম্পদ সৃষ্টির উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন খুব শক্তিশালী বলেই আজ সংসদীয় গণতন্ত্র এখানে খর্বিত—পুলিশ প্রশাসন-এর নিরপেক্ষতা সীমিত।

যাই হোক বরুণ বাবু তাঁর লেখার শেষে সার্বিক অবনতি ও হতাশার মাঝে যে আশার আলো তুলে ধরেছেন—সেই সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই সরলতা, সততা ও সত্যের অস্বীকৃতি সাময়িক। ত্যাগ ও চরিত্রবলই শেষ পর্যন্ত রাজনীতির প্রগতি ধারাকে জয়যুক্ত করবে। সমাজবিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মেই পুঁজিবাদী, ব্যবস্থার (শাসক-শ্রেণীর) পরাজয় ও সমাজবাদী ব্যবস্থার জয় অনিবার্য্য। পরিশেষে, বরুণ বাবুর গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশীল রচনাটি প্রকাশ করে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় যে বলিষ্ঠ নীতির পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

—দেবব্রত দত্ত, বর্ধমান

সম্পাদক, "জঙ্গিপুর সংবাদ" সমীপেষু -

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার গত ১৫ই নভেম্বর সংখ্যায় "অথ পৌরসভা সমাচার" শীর্ষক লেখাটী পড়িয়া উৎসাহিত হইয়াছি। কমিশনারগণ নিজ নিজ রুজিরোজগারের ফাঁকে সাধারণের কাজ করিয়া থাকেন সুতরাং মহল্লার সকল অভাব অভিযোগ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর নাও হইতে পারে কিন্তু পত্রিকা মারফৎ সেইগুলি ধারাবাহিক প্রকাশিত হইলে নিশ্চয়ই প্রতিকার করা হইবে। কিন্তু জনসাধারণের বৃহদাংশের ধারণা যে পৌরসভার মুষ্টিমেয় কর্ম্মচারী বা কমিশনারগণ তাঁহাদের নাগরিক দাবীগুলি পূরণ করিবেন, তাঁহাদের নিজের কোন কর্ত্তব্য নাই, তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকিবেন। নর্দ্দমা অবরোধ রাস্তাঘাটের ইট সরান, টিউবওয়েলের চাতাল নোংড়া করা, পার্টস চুরি করা, আলোর বাতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া, যেখানে সেখানে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ, মলমূত্র-ত্যাগ, এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে ট্যাক্স না দেওয়া প্রভৃতি অশালীন ও অসামাজিক কাজের জন্য পাড়ার লোকেদেরই উদ্যোগী হইয়া প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিতে হইবে ; কারণ অভিযুক্তকে সায়েস্তা করিবার জন্য পৌরসভার কোন পুলিশী ক্ষমতা নাই। এ বিষয়ে আপনার পত্রিকাকে জনমত জাগ্রত করিবার ভূমিকা লইতে অনুরোধ করি। আপনাদের জানাইতে দ্বিধা নাই যে এই প্রতিষ্ঠান এখন খুবই আর্থিক টানাটানির মধ্যেই চলিতেছে। মাসে ট্যাক্স যাহা আদায় হয় তাহা দ্বারা কর্ম্মচারীদের বেতন কদাচিৎ সঙ্কুলান হইতেছে। সুতরাং উদ্বৃত্ত টাকার অভাবে শহরের উন্নতিমূলক কাজ করান যাইতেছে না। মিউনিসিপ্যালিটীর বাজার গভর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ (অনুদান নহে) পাইলেই আরম্ভ হইবে। এই কর্জ্জ যাহাতে বর্ত্তমান সনেই মঞ্জুর হয় সেজন্য জঙ্গিপুর, বহরমপুর এবং কলকাতার সরকারী অফিসগুলিতে রীতিমত তদ্বির ও তাগাদা চলিতেছে। প্রস্তাবিত বাজারের জায়গাটীতে যাঁহারা দোকান-পাট (জোরদখল করিয়া) করিতেছিলেন তাঁহারা আশেপাশেই আছেন, আমাদের উৎখাতের জন্য বেকার বনিয়া যান নাই। বাজারপাড়ার নরকগঙ্গার হোতা শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্তের নামে স্থানীয় এস, ডি, ও কোর্টে মামলা চলিতেছে ; আপনাদের ২নং এবং ৩নং অভিযোগ ইতিপূর্ব্বেই দূর হইয়াছে এবং যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজন্য স্যানিটারী বিভাগ বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছে। ইতি

—জি, পি, চ্যাটার্জ্জী,
চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী

গৃহদাহ—দু'টি শিশুর মৃত্যু

সাহাজাদপুর, ৪ঠা ডিসেম্বর—রঘুনাথগঞ্জ থানার বড়শিমূল অঞ্চলের নয়াচক ও ব্রাহ্মণটুলি গ্রামের মধ্যস্থলে রাস্তার ধারে সাহাজাদপুরের পদ্মা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ৫/৬টি পরিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ঘর তৈরী করে বাস করছিল। গত ২রা ডিসেম্বর হঠাৎ উননের আগুনে তাদের ঘর ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়। আগুনে পুড়ে দু'টি শিশু ও কয়েকটি ছাগল মারা গিয়েছে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বাহাগলপুর, ২৯শে নভেম্বর—কিছুদিন আগে স্থানীয় উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহঃ এ, কে, সওকত আলির বিরুদ্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের কাজে অবহেলা ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে করেন। এর ভিত্তিতে গত ২৮।১০।৭২ তাং জঙ্গিপুর সার্কেলের ডেপুটি এ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ যে তদন্ত করেন, তাতে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এখনও কোন ব্যবস্থার কথা শোনা যায় নি।

অপরাধীর অজ্ঞাতে

নিমতিতা, ৩০শে নভেম্বর—শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাঃ হেরাসুদ্দিনের বদলী-প্রস্তাব জঙ্গিপুর সার্কেলের ডেপুটি, এ, আই উপর থেকে মঞ্জুর করিয়ে উক্ত শিক্ষককে তাঁর বাড়ী থেকে ৯ মাইল দূরে বদলী করেন। হেরাসুদ্দিন বদলীর জন্যে আবেদন করেননি। সার্কুলার অনুযায়ী নিজে চাইলে অথবা ওভারষ্টাফ্ হলে অথবা অপরাধ থাকলে তবেই প্রাথমিক শিক্ষকের বদলী হয়। এ ব্যাপারে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি উক্ত শিক্ষককে তাঁর পূর্বতন স্কুলে কাজ করতে দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন বলে প্রকাশ।

বোরা ধান চাষের জল মিলবে না

মুর্শিদাবাদ জেলার বোরা ধান চাষীগণকে জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে, এবারে ময়ূরাক্ষী ক্যানেল বোরা ধান চাষে জল সরবরাহ করতে পারবে না।

ক্ল্যাস স্কীমে তৈরী রাস্তা উদ্বোধন

সাগরদীঘি, ১লা ডিসেম্বর—গত ২৯শে নভেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি ব্লকে সাগরদীঘি পোষ্ট অফিস হ'তে রতনপুর গ্রামের নিকটস্থ ৩৪নং জাতীয় সড়ক পর্যন্ত প্রথম ক্ল্যাস স্কীমে নির্মিত পাকা সড়কটির উদ্বোধন করলেন জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এই স্কীমে দৈনিক ২০০ জন বেকার ব্যক্তি কাজ করেছে। তিন মাইলের এই কাঁচা সড়কটি পাকা করতে ১,৮১, ৮০০·০০ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। সড়কটি নির্ম্মাণে উক্ত অঞ্চলের আনুমানিক ১০ হাজার লোক উপকৃত হবে।

শতবর্ষ আগে

(আগামী ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার কলকাতায় জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে ন্যাশানাল থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হয় 'নীল দর্পণ' নাটক অভিনয়ে। সেই সময়ের কয়েকটি তথ্য নিবেদন করিয়া শতবর্ষ উৎসবকে স্মরণ করিতেছি।)

১) শখের থিয়েটারে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই সময় হইতে সকলেই টিকিট কিনিয়া থিয়েটার দেখিবার সুযোগ পাইলেন। টিকিটের মূল্য প্রথম শ্রেণী এক টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণী আট আনা।

২) তবে এই সুযোগ মহিলারা লইতে পারেন নাই। রঙ্গমঞ্চ কর্তৃপক্ষ মহিলা-দর্শকদের অভিনয় দর্শনে আহ্বান জানাইলেও তৎকালীন কয়েকটি পত্রিকা ইহা সমর্থন করে নাই।

৩) এই সময় হইতেই অভিনয়কালে প্রম্পট্ করিবার প্রথা চালু হয়। কারণ নূতন নূতন নাটক অভিনয় করিবার তাগিদে বেশি দিন মহড়া দিয়া পার্ট মুখস্থ করিবার সবুর সহিত না।

৪) আবহ-সঙ্গীতে ইংরাজী বাদ্যের পরিবর্তে লখনৌর বাদ্য ও যন্ত্রীদের মঞ্চে আনা হয়।

৫) উন্মুক্ত স্থানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হইত বলিয়া বর্ষাসমাগমে অভিনয় বন্ধ রাখিতে হইত।

৬) নূতন নূতন নাটক রচনার প্রেরণা আসে এবং ব্যয় সংক্ষেপের জন্য একজন অভিনেতা দিয়া একাধিক ভূমিকা অভিনয় করান হইত। এমন কি একজন অভিনেতাই পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করিতেন।

'এ ত বড় রঙ্গ'

গত ১৫।১০।৭২ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত জঙ্গিপুর কলেজের একটি বিজ্ঞাপনে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, ইংরাজী ও বাংলার প্রত্যেকটিতে দুইজন করিয়া এবং দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া লেকচারার পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। কিন্তু ইন্টারভিউ-এ ডাকা হইয়াছিল অঙ্কশাস্ত্রের, উদ্ভিদবিদ্যার, পদার্থবিদ্যার, দর্শনশাস্ত্রের ও রসায়নশাস্ত্রের আবেদন-কারীদিগকে এবং তাহাও উল্লেখিত বিষয়গুলির একটি করিয়া পদের জন্য। গত ৩।১২।৭২ তারিখ এই মূলে ইন্টারভিউ হইয়াছে। আমরা ইহার মর্ম বুঝিলাম না। তবে কি বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাকা —এই সময়ের ব্যবধানে প্রয়োজনের তারতম্য ঘটিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল? বাস্তববুদ্ধিতে বলে তাহা হইবার নয়।

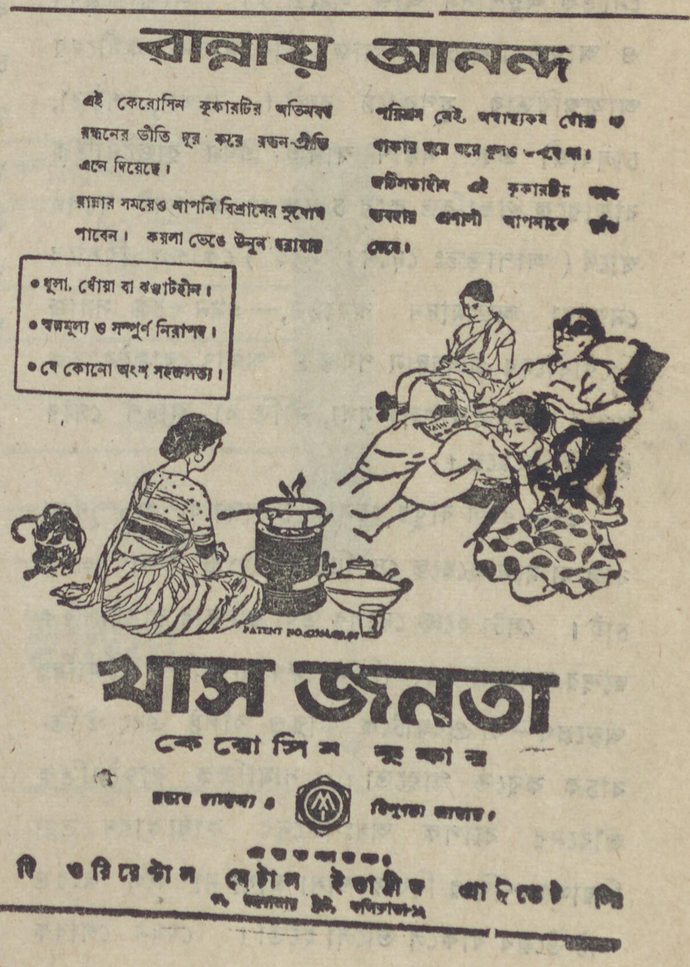

রেকারিং ডিপজিট স্কীম

ইউবিআই-তে সুদের হার বাড়লো

১লা মার্চ ১৯৭২ থেকে ইউবিআই-এর রেকারিং ডিপজিট স্কীমে টাকা জমানো আরও লাভজনক। আপনার সুবিধেমত ৪৮, ৬০ অথবা ৮০ মাসের কিস্তিতে জমাতে পারেন।

- আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বাড়ে।
- সঞ্চয় করতে কষ্ট হয় না। ৫ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট টাকাই মাসে মাসে জমাতে পারেন। টাকা অবশ্য পাঁচের গুণিতক হওয়া চাই।
- অল্পস্বল্প যে টাকা থাকেও না আবার কাজেও লাগে না সেটা মাসে মাসে জমালেই মোটা টাকা পাবেন। সত্যিকার প্রয়োজন মিটবে।
- বারো মাসের মেয়াদে ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউণ্ট খোলা যায়। উৎসব পার্বণে খরচের ধাক্কা সামলাতে কাজে লাগে।

মাসিক কিস্তি টাকা	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন		
	৪৮ মাস টাকা	৬০ মাস টাকা	৮০ মাস টাকা
৫	২৭৭	৩৬০	৫১৮
১০	৫৫৪	৭২০	১০৩৬
২০	১১০৮	১৪৪০	২০৭২
২৫	১৩৮৫	১৮০০	২৫৯০
৫০	২৭৭০	৩৬০০	৫১৮০

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-3B-72

নবান্ন—উৎসব ও অনুষ্ঠান

—হরিলাল দাস

নবান্ন আমাদের জাতীয় উৎসব। দুর্গোৎসব অভিজাত ব্যাপার—অনেকেই তাতে ঠাঁই পায় না। বড় জোর নূতন পোশাক পরে, দূর থেকে প্রণাম সেরে সরতে হয়। আর নবান্নে নূতন অন্ন বিতরণে-দানে-গ্রহণে আমাদের সাধারণ সম্মিলন। খুব ঘরোয়া অথচ সর্বব্যাপী উৎসব নবান্ন।

গ্রামে-গ্রামে, নগরে-বন্দরে নবান্নের দিন ধার্য হয় শুভ দিন দেখে; কিন্তু গণমতের ভিত্তিতে। প্রতি জনপদে নবান্ন হবে সকলের সুবিধা-মত একটা দিনে। অথবা অনেকের মতের অনুগামী করতে হয় দু'চার জনের মত—কমবেশি অসুবিধা হলেও। যাদের আছে প্রচুর তাদের তো নিত্য উৎসব। যাদের নেই তারা কষ্টে-সৃষ্টে সংগ্রহ করে, সকলে একই ধার্য দিনে নূতন অন্ন মুখে দেবে বলে।

উৎসবটি প্রাচীনও। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর 'পালপার্বণ' গ্রন্থে আছে—'নূতন ধান ওঠার পর সর্বত্র আনন্দ ও উৎসবের ঢেউ বহিয়া যায়। শুভ দিনে সেই ধান হইতে প্রস্তুত চাল প্রথম ব্যবহার উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব নবান্ন।' 'নবান্নে নূতন অন্ন পিতৃপুরুষকে, দেবতাকে, কাকাদি প্রাণীকে ও আত্মীয়স্বজনকে দিয়া পরে গৃহস্থ নিজে ব্যবহার আরম্ভ করেন।' হাড়-জ্বালানে কাক পাখীরও সমাদর হয় নবান্নে।

নবান্ন একটি শস্যোৎসব। বাঁচবার জন্য অন্নসংস্থান জীব-মাত্রের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য। তারই উপর জীবনের সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ নির্ভর করছে। তাই শস্যোৎপাদনের বিভিন্ন অবস্থায়, ভাবী অন্নব্যবস্থার ভরসায় মানুষ নানারূপ উৎসব করে থাকে। কিন্তু 'ভারতকোষ' গ্রন্থে নবান্ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'অন্য অনেক অনুষ্ঠানের মত এখন এই সমস্ত অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায়।'

তা কি করে হবে? আমরা তো দেখি অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে নবান্ন হয়। নবান্নের বাজারে নূতন ফল-মূল-সব্জীর দাম আগুন হয়ে ওঠে। সন্দেশ-মিষ্টির দোকানে কদমা-বাতাসা-পাটালির দর ও কদর বেড়ে যায়। তবে?

অনুষ্ঠানটা বজায় আছে। তবে উৎসবটা লুপ্তপ্রায়। 'কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমাদের দেশে বিভিন্ন শস্যোৎসব উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত। কারণ প্রত্যেক গৃহস্থেরই অল্পবিস্তর জমি-জমা ছিল, প্রত্যেকের ঘরেই বছরে কিছু কিছু শস্য সমাগম হইত। সমগ্র বছরের বা বছরের কিছু অংশের খাদ্যবস্তু আগাম সংগৃহীত হইলে বা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে যে আনন্দ তাহা আজিকার দিনের দৈনিক বা মাসিক বেতনজীবীর পক্ষে কল্পনা করাও সহজ নহে।'

তাই, যদিও নবান্নের বাজারে ভিড়, দোকানে পসরা, ঘরে ঘরে আলপনা তবু বেতনজীবীদের আর যারা দরিদ্র-বেকার-ভূমিহীন তাদের কাছে নবান্ন আজ আর নূতন অন্নগ্রহণের পরিতৃপ্ত উৎসব নয়; উৎসবের করুণ পূর্বস্মৃতি মাত্র।

জঙ্গিপুর হাসপাতাল প্রসঙ্গে

(১ম পৃষ্ঠার জের)

দারুণ কষ্ট ভোগ করছেন তার উল্লেখ করে অবিলম্বে এর প্রতিকারের জন্য সি, এম, ও, এইচ-এর নিকট আবেদন করেন। হাসপাতালের নার্সদের একাংশ দুইজন ডাক্তারের নামে সি, এম, ও, এইচ-এর কাছে লিখিতভাবে এক অভিযোগ আনেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।